ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৩ ● কলকাতা ● ১৯ মাঘ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নতুন শুরু পরিণীতির পৃঃ ৫

আচরণবিধি ভঙ্গে শাস্তি পেলেন বুমরাহ পৃঃ ৬

হাজার চেষ্টাতেও আটকানো গেল না, 'ফাঁস' মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন, অপরাধীকে শনাক্ত করল পর্ষদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিগত কয়েক মাস ধরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। বিগত বছরগুলির মত এবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মত কেলেঙ্কারি না ঘটে তার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগেই পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছিল, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি প্রশ্নপত্রে দেওয়া হবে কিউ আর কোড। সেই কোড দেখে নির্দিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীকে চিহ্নিত করা যাবে। এবং এইদিন ভাইরাল হওয়া প্রশ্নপত্রের কিউ আর কোড দেখেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে খবর।

বলে রাখা ভালো, মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই যে ছবি ভাইরাল হয়েছে সেটি প্রশ্নপত্রের দ্বিতীয় পাতার ছবি ১.১৩ থেকে শুরু করে ২.১.২ পর্যন্ত সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে এই ভাইরাল হওয়া ছবিতে। মূল প্রশ্নপত্র এবং ভাইরাল হওয়া

এরপর ৩ পাতায়

সোরেনের আবেদন শুনতে নারাজ, ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হাই কোর্টে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইডি গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন । কিন্তু ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সেই আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, হেমন্তের গ্রেপ্তারির মামলার শুনানি হবে হাই কোর্টে।শুক্রবার শুনানি শুরুর পরেই সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এই মামলা শুনতে তারা আগ্রহী নয়। বরং হাই কোর্টে আবেদন করা উচিত শিবু সোরেনপুত্রের। সেখানে হেমন্তের আইনজীবী কপিল সিবাল সওয়াল করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার মতো গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি। তার উত্তরে বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, দেশের আদালতগুলো সব মানুষের জন্যই খোলা রয়েছে। আর হাই কোর্টও সাংবিধানিক পদ্ধতি মেনেই কাজ করে। তাই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে হাই কোর্টে আবেদন করা উচিত হেমন্তের। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরে হেমন্তের ভবিষ্যত নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তাঁর জেল হেফাজতের মেয়াদ আরও বাড়বে কিনা, ইডি তদন্ত কোন পথে এগোবে, প্রশ্ন রয়েছে সবকিছু নিয়েই।এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করবে না শীর্ষ আদালত । উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই হেমন্তকে

এরপর ৩ পাতায়

জন্মের আগেই নোটিস দিয়েছে অভিষেককে': মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রের কাছে বকেয়া চেয়ে ডেডলাইন শেষ। তাই পূর্বঘোষণামতো বঞ্চনার প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার ধরনায় বসেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।রেড রোডের সেই ধরনা থেকে কেন্দ্রকে ফের তুলোধোনা করলেন তিনি। নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেও।তবে এবার তিনি ইডিকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন। তাঁর দাবি, অভিষেকের জন্মের আগে তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছে ইডি!দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির নোটিস নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক যখন জন্মায়নি, তখনই ইডি নোটিস পাঠিয়েছে।

রেড রোডের ধরনামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "বুঝুন! ২০০৩ সালের হিসাব চাইছে আমার কাছে। তখন এই দলটা শিশু। অভিষেককে একটা চিঠি দিয়েছে, সেই সময় অভিষেক জন্মায়নি। আমি কেন ২০০৩ সালের দায়িত্ব নিতে যাব? আমি ২০১১ সালের পর থেকে দায়িত্ব নেব।"অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বার বার ইডি তলব নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা পাচার এবং শিক্ষা দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে বহু বার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকী দলীয় কর্মসূচি স্থগিত রেখেও কখনও ৭ ঘণ্টা, কখনও ৯ ঘণ্টা ধরে কলকাতা ও দিল্লিতে ইডি কর্তাদের প্রশ্নবাণ সামলাতে হয়েছে তাঁকে। আর প্রতিবারই মাথা উঁচু করে অভিষেক বেরিয়ে একের পর এক বাণে বিদ্ধ করেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে। আর তৃণমূল নেত্রীও তা নিয়ে বার বার সমালোচনা করেছেন।

জল জীবন মিশন খাতে বাংলাকে ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দিল কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নার চাপে কী কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার? প্রশ্নটা উঠেই গেল শুক্র সকালে। আর সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না শুরুর কয়েক ঘন্টা আগেই। কেননা শুক্র সকালেই কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রক বাংলাকে ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছে জল জীবন মিশনখাতে খরচের জন্য।বাংলার অধিকাংশ পুরসভা এলাকাতেই গড়ে উঠেছে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প। কিন্তু সব গ্রামে এখনও বাড়ি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যায়নি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার আশ্বাস দিয়েছেন যে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলার সব বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ চলে যাবে। কিন্তু জেলার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আর্সেনিক। আছে জলে অতিরিক্ত ফ্লোরাইড থাকার সমস্যাও।

এরপর ৩ পাতায়

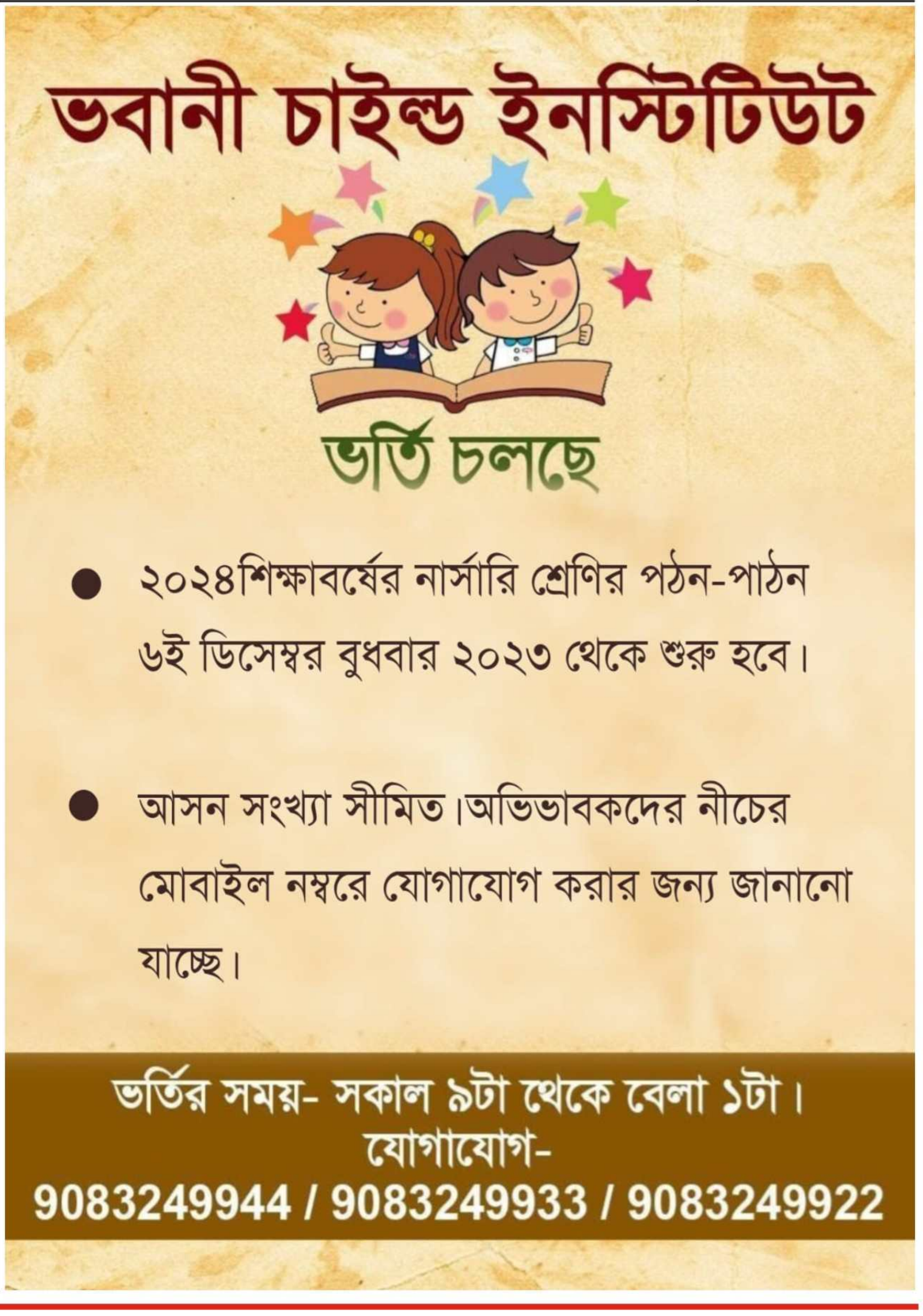

প্রধানমন্ত্রী ৩-৪ ফেব্রুয়ারি ওডিশা ও আসাম সফর করবেন

নয়াদিল্লি, ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩-৪ ফেব্রুয়ারি ওডিশা ও আসাম সফর করবেন। প্রধানমন্ত্রী ওডিশার সম্বলপুরে ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে এক জনসভায় ৬৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এরপর, প্রধানমন্ত্রী আসামে যাবেন। গুয়াহাটিতে ৪ ফেব্রুয়ারি সকালে ১১টা ৩০ মিনিটে আরেকটি জনসভায় ১১ হাজার কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। সম্বলপুরে প্রধানমন্ত্রী: দেশে জ্বালানী ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী যে পরিকল্পনা করেছেন, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সম্বলপুরে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করা হবে। এর ফলে, জ্বালানী ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী 'জগদীশপুর - হলদিয়া এবং বোকারো - ধামরা পাইপলাইন প্রকল্প (জেএইচবিডিপিএল)-এর ৪১২ কিলোমিটার দীর্ঘ ধামরা - আঙ্গুল পাইপলাইন শাখার উদ্বোধন করবেন। 'প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা প্রকল্প'-এর আওতায় এই পাইপলাইন বসানো হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ৪৫০ কোটি টাকারও বেশি। এর ফলে, জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সঙ্গে ওডিয়ার যোগাযোগ গড়ে উঠবে। শ্রী মোদী মুম্বাই - নাগপুর - ঝারসুগুদা পাইপলাইন প্রকল্পের ৬৯২ কিলোমিটার দীর্ঘ নাগপুর - ঝারসুগুদা পাইপলাইন শাখার শিলান্যাস করবেন। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা। এর ফলে, ওডিশা, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে সুবিধা হবে। এই অনুষ্ঠানে শ্রী মোদী ২৮ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে এনটিপিসি-র দার্লিপালি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২ ঢ ৮০০ মেগাওয়াট) এবং এনএসপিসিএল রাউরকেল্লার বর্ধিত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন। এই অনুষ্ঠানে ওডিশার আঙ্গুল জেলার এনটিপিসি তালচের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের শিলান্যাস করা হবে। এই প্রকল্পগুলি ওডিশা সহ বিভিন্ন রাজ্যের স্বল্প মূল্যের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী তালাবীরা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশনের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২৭ হাজার কোটি টাকা। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে সফল করে তুলতে অত্যাধুনিক এই প্রকল্পটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। ফলস্বরূপ, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী মহানন্দা কোলফিল্ড লিমিটেডের কয়লা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে - আঙ্গুল জেলায় তালচের কয়লাখনি অঞ্চলের ফার্স্ট মেইল কানেক্টিভিটি প্রকল্পের আওতায় ভুবনেশ্বরীর প্রথম পর্ব এবং লাজপুরা র‍্যাপিড লোডিং সিস্টেম। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। এর ফলে, ওডিশায় উন্নতমানের কঠিন জ্বালানী সরবরাহে সুবিধা হবে। এছাড়াও, ওডিশার ঝারসুগুদা জেলায় আইবি ভ্যালি ওয়শারি উদ্বোধন করবেন তিনি। ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি সুস্থায়ীভাবে উন্নত কয়লা উৎপাদনে সহায়ক হবে। এছাড়াও, শ্রী মোদী মহানন্দা কোলফিল্ড লিমিটেড -এর নির্মিত ঝারসুগুদা - বরপালি - সারদেগা রেল প্রকল্পের প্রথম পর্বে ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচলের সূচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সড়কের তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এগুলি রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ২ হাজার ১১০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে - ৫২০ নম্বর জাতীয় সড়ক (আগে যা ২১৫ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে পরিচিত ছিল) -এর রিমুলি - কোয়েদা শাখার চার লেনের সড়ক, ১৪৩ নম্বর জাতীয় সড়ক (আগে যা ২৩ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে পরিচিত ছিল) -এর বীরামিত্রপুর - ব্রাহ্মনীর মধ্যে চার লেনের বাইপাস এবং ঐ বাইপাস থেকে রাজামুন্ডা পর্যন্ত চার লেনের সড়ক। এই প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। ফলস্বরূপ, এখানে আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।

শ্রী মোদী ২ হাজার ১৪৬ কোটি টাকার একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। তিনি সম্ভলপুর রেল স্টেশনে পুনরুন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এই স্টেশনের স্থাপত্য শৈলশ্রী প্যালেসের অনুকরণে হবে। এছাড়াও, সম্বলপুর - তালচেরের মধ্যে দ্বিতীয় রেললাইন এবং ঝারতারভা থেকে শোনপুর পর্যন্ত নতুন রেলপথও তিনি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ফলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। শ্রী মোদী এই অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পুরী - শোনপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সূচনা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী সম্বলপুর আইআইএম - এর স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন করবেন এবং নবরূপে সজ্জিত ঝারসুগুদা মুখ্য ডাকঘরের ঐতিহ্যশালী ভবনটির কাজকর্ম পুনরায় সূচিত করবেন।

গুয়াহাটিতে প্রধানমন্ত্রী:

প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটিতে ১১ হাজার কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে ভক্তদের আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার উপর শ্রী মোদী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে কামাক্ষ্যা মন্দিরের দর্শনার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মা কামাক্ষ্যা দিব্য পরিযোজনার শিলান্যাস করবেন তিনি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের (পিএম - ডিভাইন) মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হবে। শ্রী মোদী ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রকল্পে ৩৮টি সেতুর পুনর্নির্মান করা হবে। এছাড়াও, ৪৩টি সড়ক নির্মিত হবে। প্রধানমন্ত্রী ঢোলাবাড়ি থেকে জামুগুড়ি এবং গোহপুর থেকে বিশ্বনাথ চরিয়ালীর মধ্যে চার লেনের দুটি সড়ক প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। এর ফলে, ইটানগরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং সমগ্র অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে। এই অঞ্চলের খেলাধূলার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী আসামে ক্রীড়াক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে - চন্দ্রপুরে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং নেহরু স্টেডিয়ামের মানোন্নয়ন ঘটানো। শ্রী মোদী গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের মানোন্নয়ন প্রকল্প ও করিমগঞ্জে একটি মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস করবেন।

বঞ্চনা' প্রতিবাদের সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে নিজে ৪৮ ঘণ্টার ধরনা কর্মসূচিতে শামিল স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী। শুক্রবার থেকে রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধরনা শুরু করেছেন তিনি। চলবে শনিবার রাত পর্যন্ত। কিন্তু তার পরও চলবে বকেয়া বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।৯ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১০ তারিখ উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ তারিখ হাওড়া, ১২ তারিখ হুগলি, ১৩ তারিখ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা নেতৃত্ব প্রতিবাদ কর্মসূচি করবেন। ১৪ তারিখ মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বকে কর্মসূচির দায়িত্ব দিলেও পরে সরস্বতী পুজোর কারণে তা বাতিল করে দেন নেত্রী নিজেই। তবে জানান, এর পর বুথে বুথে বঞ্চনার প্রতিবাদে দলের কর্মসূচি চলবে। আর শুক্রবার এই মঞ্চ থেকেই আগামী ১০ দিনের কর্মসূচি ঠিক করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । জানালেন, রাতে তিনি ধরনামঞ্চেই থাকবেন। কেউ চাইলে চলে যেতেই পারেন। তবে শনিবার ফের ১০টার মধ্যে রেড রোডে হাজির হতে হবে। শনিবার দলের সাংসদদেরও এই ধরনামঞ্চে যোগ দেওয়ার কথা।

শুক্রবার ধরনামঞ্চ থেকেই টানা দলের কর্মসূচি বানিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, তিনি ৩ তারিখ পর্যন্ত ধরনায় থাকছেন। তার পর তাঁকে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। এর মাঝে ৫ তারিখ দিল্লি যাবেন তিনি, 'এক দেশ এক ভোট' নিয়ে বিশেষ কমিটির ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যাতে ছেদ না পড়ে, তার জন্য তালিকা করে দিলেন। আগামী ১৩ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি।আগামী ৪ তারিখ প্রতিবাদ কর্মসূচির দায়িত্বে থাকবে যুব তৃণমূল । ৫ তারিখ টিএমসিপির নেতৃত্বে হবে কর্মসূচি। পর দিন, ৬ তারিখ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে এর নেতৃত্বে। ৭ তারিখ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন অর্থাত মানস ভুঁইঞা, দোলা সেনের নেতৃত্বে হবে প্রতিবাদ। ৮ তারিখ দলের সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণির প্রতিনিধি অর্থাত বীরবাহা হাঁসদা, সুকুমার মাহাতোরা কর্মসূচির দায়িত্বে থাকবেন। ৯ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বকে দেওয়া হয়েছে কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব।

কয়লা পাচারকারীকে না ধরে, ঘুষের টাকা কুড়োচ্ছে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাইকে করে পাচার হচ্ছিল কয়লা। মাঝপথেই আটকেছিল পুলিশ। পালাতে ঘুষের টাকা ছুড়ে মেরেছিল পাচারকারী। লোভে পড়ে সেই টাকা কুড়িয়েও নিয়েছিল চারজন পুলিশকর্মী। ক্যামেরায় সেই কাণ্ড ধরা পড়তেই সাসপেন্ড করা হল চারজন পুলিশ কর্মীকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছে ওই ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, রাস্তার মধ্যে ছোটাছুটি করছেন পুলিশকর্মী।এদিকে, পুলিশের শীর্ষকর্তাদের নজর আসতেই ওই আধিকারিকদের সাসপেন্ড করা হয়। পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পীযূষ পান্ডে বলেন, "আমাদের নজরে একটি ভিডিয়ো এসেছে যেখানে দেখা গিয়েছে কর্তব্যরত চারজন পুলিশকর্মী রাস্তা থেকে টাকা কুড়োচ্ছেন। বেআইনিভাবে কয়লা পাচারকারী পালানোর জন্য ওই টাকা ছুড়ে দিয়েছিল। ভিডিয়োটি দেখে আমরা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।"

তদন্তে চার পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হতেই তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। শীর্ষকর্তাদের নজরে সেই ভিডিয়ো আসতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। রাস্তায় ব্যারিকেড করে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেখানেই আটকানো হয় এক বাইক চালককে। বাইকে বড় বড় বাক্স বেঁধে তার মধ্যে কয়লা পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ বুঝতে পেরে বাইক চালককে নামতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পালানোর

এরপর ৩ পাতায়

মন্দির বাঁচাতে প্রতিবাদ সভা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মন্দিরকে বাঁচাতে প্রতিবাদ সভার আয়োজন* রেলের তরফে মন্দির ভাঙার নির্দেশের পর হাওড়ার শালিমার রেলস্টেশনের কাছে তোলপাড় শুরু হয়েছে। শিগগিরই মন্দিরটি সরিয়ে নেওয়া হবে বলে চিঠির মাধ্যমে মন্দিরকে জানিয়ে দিয়েছে রেলওয়ে। , স্থানীয় স্তরে তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল। শালিমার ধীরেন মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ডঃ মানব জয়সওয়াল। তার আক্রমণাত্মক ভাষণে ডাঃ মানব জয়সওয়াল রেল বিভাগকে সতর্ক করেছিলেন। মারা গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। মন্দির আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে আঘাত করবে।আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই মন্দিরগুলোকে বাঁচানোর অভিযান চালিয়ে যাব। পুরোহিতদের মঞ্চে সামনে রেখে, ডক্টর জয়সওয়াল সমাজের সমস্ত অংশকে এগিয়ে আসতে এবং মন্দির বাঁচাতে প্রচারে যোগ দিতে বলেছিলেন। আসুন আমরা আপনাকে জানিয়ে রাখি। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে তিনটি মন্দির এবং একটি স্কুল ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে। হাওড়ার শালিমারে।যার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ।

মিলল না জামিন, ৫ দিনের ইডি হেফাজতে হেমন্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পাঁচদিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠানো হল হেমন্ত সোরেনকে । শুক্রবার তাঁর হেফাজতে থাকার মেয়াদ বাড়াল রাঁচির বিশেষ আদালত। পিএমএলএ আদালত জানায়, আগামী পাঁচ দিন ইডির

এরপর ৩ পাতায়

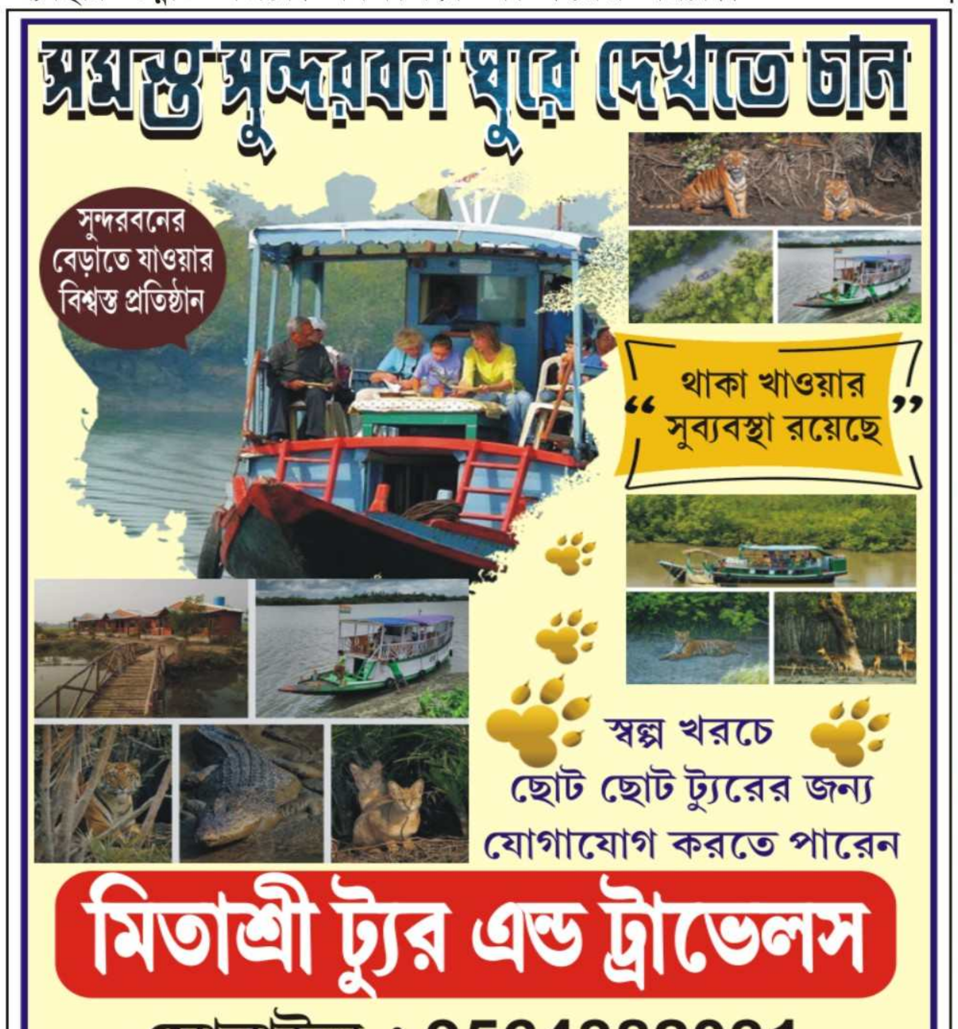

পথে জনজোয়ার, তবে যাত্রায় মুখ খোলেননি রাহুল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারত জোড়ো যাত্রায় জনজোয়ার দেখে খুশি কংগ্রেস নেতারা। ফরাক্কা থেকে জঙ্গিপুরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে রাতে কান্দি পর্যন্ত রাস্তায় যে ভাবে কংগ্রেস সমর্থকেরাই শুধু নয়, সাধারণ মানুষজনও ভিড় করেছেন, তাতে লোকসভা নির্বাচনের আগে এ জেলার কংগ্রেস নেতারা খুব খুশি। রাহুলের যাত্রাসঙ্গী কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, 'জঙ্গিপুরে ভারত জোড়ো যাত্রা অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে, যা উত্তরবঙ্গকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।'বহরমপুরে চুঁয়াপুর উড়ালপুলের কাছে স্বর্ণময়ী বাজার লাগোয়া অনুষ্ঠান বাড়ির সামনে দিয়ে যখন রাহুলের ন্যায় যাত্রা যাচ্ছে তখন ওই অনুষ্ঠান বাড়ির ছাদনাতলা থেকে বর কনে দৌড়ে রাস্তার দিকে চলে আসেন। তাঁদের দেখে রাহুল হাত নাড়ান। বর কনের কাছে থাকা ক্যামেরায় রাহুলের ছবিও তোলেন। বহরমপুর শহরের ভিতরে অনেকেই চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে রাস্তার ধারে ঠাঁই দাঁড়িয়েছিলেন। বহরমপুর শহরে মহিলারা ফুল ছড়িয়ে রাহুলকে স্বাগত জানান। সন্ধ্যায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়েছিলেন রাহুল।

জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, "বেলা সাড়ে তিনটের পরে রাহুল গান্ধীর যাত্রাপথে নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীর হোর্ডিং লাগিয়েছে তৃণমূল। তার পরে জন-সুমামি বয়েছে। মুর্শিদাবাদের মানুষকে ধন্যবাদ এই জন-সুনামি করার জন্য।" তবে জেলা তৃণমূল নেতা অশোক দাস বলেন, "কংগ্রেস ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। তাই সে দিনই শহর জুড়ে হোর্ডিং ব্যানার পতাকা লাগানো হয়েছে।''তবে ফরাক্কা সেতু পেরিয়ে শুরু হওয়া এ জেলায় রাহুলের কর্মসূচিতে কোথাও কোথাও দেখা গিয়েছে কিছুটা বিশৃঙ্খলাও। বিশাল গাড়ির কনভয়ে রাহুল আগোগোড়া ছিলেন একটি হুড খোলা লাল গাড়িতে। পাশে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অরঙ্গাবাদে বিড়ি মহল্লায় একটি বাড়িতে ঢোকা ছাড়া রাহুল এ দিন না গাড়ি থেকে নেমেছেন, না কোথাও ভাষণ দিয়েছেন, না পায়ে হেঁটেছেন। তবে শমসেরগঞ্জে তার মধ্যেই ধুলিয়ানের প্রাক্তন কংগ্রেস পুরপ্রধান সফর আলি রাহুলের হাতে তুলে দিয়েছেন একটি পাগড়ি। সেখানেই এক

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

কয়লা পাচারকারীকে না ধরে, ঘুষের টাকা কুড়োচ্ছে পুলিশ

চেষ্টা করেন ওই কয়লা পাচারকারী। পুলিশের মুখ বন্ধ রাখতে পকেট থেকে নোটের তোড়া বের করে রাস্তায় ছুড়ে মারেন।

টাকা ছুড়েই পালিয়ে যায় কয়লা পাচারকারী। এদিকে পুলিশকর্মীরা পাচারকারীকে ধাওয়া করে গ্রেফতার করার বদলে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন রাস্তা থেকে টাকা কুড়োতেই। অ্যাসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর সহ চার পুলিশ কর্মী রাস্তায় ছোটাছুটি করে টাকা কুড়োতে থাকেন। পথচলতি কয়েকজন সেই ভিডিয়ো রেকর্ড করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।

২ পাতার পর

মিলল না জামিন, ৫ দিনের ইডি হেফাজতে হেমন্ত

হেফাজতেই থাকবেন ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ জানায়, এই মামলা শুনতে তারা আগ্রহী নয়। বরং হাই কোর্টে আবেদন করা উচিত শিবু সোরেনপুত্রের। সেখানে হেমন্তের আইনজীবী কপিল সিবাল সওয়াল করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার মতো গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি। তার উত্তরে বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, দেশের আদালতগুলো সব মানুষের জন্যই খোলা রয়েছে। আর হাই কোর্টও সাংবিধানিক পদ্ধতি মেনেই কাজ করে।

কিন্তু ঝাড়খণ্ডের হাই কোর্টে আবেদন করার আগেই হেমন্তকে পাঁচ দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে রাঁচির আদালত। তবে এখনও ঝাড়খণ্ডের আদালতে গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে আবেদন করার পথ খোলা রয়েছে শিবু সোরেনের ছেলের কাছে। উল্লেখ্য, শুক্রবারই শপথ নিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। তবে শপথ পাঠের পরেও রাঁচি থেকে হায়দরাবাদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শাসক জোটের বিধায়কদের।জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের মামলায় বুধবার রাতে হেমন্তকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরের দিনই জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন হেমন্ত। কিন্তু সেদিনই রাঁচির বিশেষ আদালতের নির্দেশে একদিনের জন্য জেল হেফাজতে যেতে হয় ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় হেমন্তের জামিনের আবেদনের শুনানি।

১-ম পাতার পর

সোরেনের আবেদন শুনতে নারাজ, ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হাই কোর্টে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

একদিনের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিল রাঁচির বিশেষ আদালত। বুধবার রাতে আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত। বৃহস্পতিবার সকালেই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন জেএমএম নেতা। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে শুক্রবার শুনানির দিন স্থির হয়। তার আগে বৃহস্পতিবারই রাঁচির বিশেষ আদালত একদিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠায় হেমন্তকে।

১-ম পাতার পর

জল জীবন মিশন খাতে বাংলাকে ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা দিল কেন্দ্র

এই দুটি পদার্থই মানুষের শরীরে ঢুকে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে। আর এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী চাইছে বাংলার বাড়িতে বাড়িতে দ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে। কিন্তু সেই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে কেন্দ্রের টাকা আটকে রাখার মানসিকতা। যদিও গেরুয়া শিবিরের নেতারাও বেশ ভালই বুঝতে পারছেন মোদি সরকারের এই টাকা আটকে রাখার মানসিকতা কার্যত ২০২৪'র ভোটে ব্যুমেরাং হতে চলেছে তাঁদের কাছেই। বাংলার মাটি থেকে কার্যত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তাই এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েছে মোদি সরকার। তাই ভোটের মুখে রাতারাতি প্রায় হাজার কোটির বরাদ্দ। গতকালই ৫ দিনের জেলা সফর শেষে কলকাতায় ফিরেছেন মমতা। ওই জেলা সফরে মমতা একাধিকবার সরব হয়েছেন কেন্দ্রের সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, গেরুয়া শিবিরের তরফে বাংলায় এসে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, মানুষের ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে শুধুমাত্র তাঁরাই। অথচ বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে ৭৫ ভাগ টাকা রাজ্য সরকারই খরচ করছে। সেই দাবির পরে পরেই কেন্দ্রের প্রায় হাজার কোটির বরাদ্দ কার্যত বলেই দিচ্ছে মমতার বাস্তব তথ্য তুলে ধরার জেরে চাপে পড়ে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। একই সঙ্গে চাপ তৈরি হয়েছে এদিন থেকে লাগাতার ৪৮ ঘন্টার ধর্না কর্মসূচীও।

১-ম পাতার পর

হাজার চেষ্টাতেও আটকানো গেল না, 'ফাঁস' মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন, অপরাধীকে শনাক্ত করল পর্ষদ

প্রশ্নপত্র দুটিই খুঁটিয়ে দেখে পর্ষদ। সবকিছু খতিয়ে দেখার পরেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যেটি ভাইরাল হয়েছে সেটি আসল প্রশ্নপত্রই।তবুও শেষরক্ষা হলনা। পরীক্ষার প্রথম দিনেই ফাঁস হয়ে গেল প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা শুরুর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মুঠোফোনে পৌঁছে গেল বাংলার প্রশ্নপত্র।

সূত্রের খবর, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতেই খবর যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে। খবর মিলতেই ততপর হয়ে ওঠে পর্ষদও। শুরু হয় অভিযুক্তদের খুঁজে বের করার কাজ। পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই অভিযুক্তদের খুঁজে বের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দু'জন পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেছে পর্ষদ।

২ পাতার পর

পথে জনজোয়ার, তবে যাত্রায় মুখ খোলেননি রাহুল

সময় রাহুল তাঁর হুডখোলা গাড়িতে কিছু ক্ষণের জন্য তুলে নেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ইমাম হোসেনকে। সূত্রের খবর, তাঁর কাছে শমসেরগঞ্জের নদী ভাঙনের কথা জানতে চান রাহুল। কনভয় যখন রঘুনাথগঞ্জ শহরের বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছয় তখন ৫ মিনিট বাকি রয়েছে বেলা ১২টা বাজতে। চারিদিকে শুধু মাথা আর মাথা। ভিড় নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খাচ্ছে রাহুলের নিরাপত্তা বাহিনী এবং পুলিশও। সেখানে কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে এসেছিলেন একদল ছাত্র ছাত্রী। সেখানে রাহুলের হাতে তারই হাতে আঁকা একটি ছবি তুলে দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন তনিশা বাল্মীকি নামে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী।

ইতিমধ্যেই সিপিএমের সেলিম, সুজন এসে পৌঁছান সেখানে। প্রায় ২টো নাগাদ রাহুল ডেকে পাঠান সিপিএম নেতাদের। মিনিট দশেক কথা বলেই রাহুল বেলা ২টো ২০ নাগাদ বেরিয়ে যান লালগোলার উদ্দেশে।

লালগোলা থেকে ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, চুনাখালি, পঞ্চাননতলা হয়ে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা বহরমপুরে ঢোকার পুরো সময় রাস্তার দু'ধারে ভিড় থিক থিক করেছে। সারাক্ষণ হাত নেড়ে যাচ্ছিলেন রাহুল গান্ধী। ফলে ফাঁকা মাঠ এলে কখনও মোবাইলে স্ক্রিনে নজর দিচ্ছিলেন, কখনও বা মোবাইলে কিছু লিখছিলেন। আর লোকালয় এলেই ফের হাত নাড়ছিলেন।

অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এর বিশেষ অংশ

(শেষ পর্ব)

সংগ্রহ তিনগুণ হয়েছে, রিটার্ন জমার সংখ্যা বেড়েছে ২.৪ গুণ

সরকার কর দাতা পরিষেবার উন্নতি করবে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত পর্বে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বকেয়া প্রত্যক্ষ কর দাবি প্রত্যাহার করা হয়েছে ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বকেয়া প্রত্যক্ষ করের দাবি প্রত্যাহার করা হয়েছে এতে উপকৃত হবেন ১ কোটি কর দাতা স্টার্টআপদের জন্য করের সুবিধা, সভরেন ওয়েল ফান্ড এবং পেনশন ফান্ডের লগ্নি বাড়ানো হয়েছে ৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত আইএফএসসি ইউনিটে নির্দিষ্ট আয়ের ওপর কর ছাড় ৩১.০৩.২০২৪ থেকে এক বছর বাড়িয়ে ২০২৫ করা হয়েছে পরোক্ষ কর পরোক্ষ কর এবং আমদানি শুল্কের জন্য একই কর হার বজায় রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ভারতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে ঐকবদ্ধ করেছে জিএসটি এবছর গড় মাসিক মোট জিএসটি সংগ্রহ দ্বিগুণ হয়ে ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে জিএসটি-র করদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে জিএসটি-পূর্ব পর্বে (২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) ০.৭২ থেকে রাজ্যে এসজিএসটি রাজস্ব বৃদ্ধি (রাজ্যগুলিকে দেওয়া ক্ষতিপূরণ সহ) বেড়ে জিএসটি পরবর্তী পর্বে (২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩) হয়েছে ১.২২ ৯৪% শিল্পপতিরা জিএসটি প্রবর্তনকে ইতিবাচক হিসেব দেখছেন জিএসটি-র ফলে সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারসাম্য এসেছে জিএসটি ব্যবসা ও শিল্পের ওপর বিধি নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা কমিয়েছে লজিস্টিকস বাবদ খরচ এবং কর হ্রাস পাওয়ায় পণ্য ও পরিষেবার দাম কমেছে, উপকৃত হয়েছে উপভোক্তারা গত কয়েক বছরে কর ব্যবস্থায় সমতাকরণের প্রয়াস ২০১৩-১৪-য় ২.২ লক্ষ টাকা থেকে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষের জন্য কোন কর নেই খুচরা ব্যবসায়ীদের জন্য আগাম করের মাত্রা ২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩ কোটি টাকা পেশাদারদের আগাম করের জন্য মাত্রা ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা চালু দেশী কোম্পানিগুলির জন্য কোম্পানি আয়কর ৩০% থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ২২% নতুন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির জন্য কর্পোরেট আয়করের হার ১৫% করদাতা পরিষেবার সাফল্য ট্যাক্স রিটার্ন খতিয়ে দেখার গড় সময় ২০১৩-১৪-য় ৯৩ দিনের তুলনায় বর্তমানে হয়েছে ১০ দিন আরও বেশি কার্যকারিতার জন্য ব্যক্তির বিনা উপস্থিতিতে অ্যাসেসমেন্ট এবং আপিল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে সরলীকৃত রিটার্ন ফাইলের জন্য নতুন করে আয়কর রিটার্ন, নতুন ফর্ম ২৬এএস এবং পূর্ব লিখিত ট্যাক্স রিটার্ন সীমা শুল্ক সংস্কারে আমদানিকৃত পণ্য পাওয়ার সময় কমেছে ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোয় ৪৭% সময় কমে হয়েছে ৭১ ঘন্টা এয়ার কার্গো কমপ্লেক্সে ২৮% সময় কমে হয়েছে ৪৪ ঘন্টা সমুদ্র বন্দরে ২৭% সময় কমে হয়েছে ৮৫ ঘন্টা

অর্থনীতি -তখন এবং এখন

২০১৪-য় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো এবং শাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করার দায়িত্ব ছিল তখন যেটা প্রয়োজনীয় ছিল সেটা হল:

লগ্নি আকর্ষণ

অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারকে সাহায্য করা মানুষকে আশা দেওয়া 'দেশ আগে' এই কঠোর বিশ্বাস নিয়ে সরকার সাফল্য লাভ করেছে অর্থমন্ত্রী :"এখনই ঠিক সময় দেখার যে ২০১৪ পর্যন্ত কোথায় ছিলাম আর এখন আমরা কোথায় আছি" সরকার কক্ষে শ্বেতপত্র পেশ করবে।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই নতুন দল ঘোষণা এই তামিল নায়কের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তামিলনাড়ুতে নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করলেন দক্ষিণী সুপারস্টার অভিনেতা বিজয়। তামিঝা ভেতরি কাঝাগম (টিভিকে) নামে নতুন এই দল ঘোষণা করেছেন বিজয়। যদিও তামিল রাজনীতিতে নতুন এই দলের লক্ষ্য ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন।সম্প্রতি তামিলনাড়ুর প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় সরকারি পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান দখল করা চাকরিপ্রার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন বিজয়। তামিল এই সুপারস্টারের অভিনীত একাধিক ছবি সরকার এবং প্রশাসনের বিভিন্ন অব্যবস্থা এবং দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।বিজয় জানিয়ে দিয়েছেন, তার এই রাজনৈতিক দল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়বে না।অন্য কোনও দলকেও তারা সমর্থন করবে না।

সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বিজয় জানিয়েছেন, 'যে ছবিগুলি আমি করব বলে চুক্তিবদ্ধ, আগে সেগুলির কাজ শেষ করব। তার পরে পুরোপুরি মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে মনোনিবেশ করব। তামিলনাড়ুর মানুষ আমাকে যে ভালবাসা দিয়েছেন, তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এটা করতে চাই আমি।'

অতীতে সিনেমা জগত থেকে তামিল রাজনীতিতে পা দিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিলেন এম জি রামচন্দ্রন, জয়ললিতারা। বিজয়ও সেই জুতোয় পা গলিয়ে কতটা সফল হন, তা অবশ্য সময়ই বলবে। যদিও বিজয় নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করার পর পরই উল্লাসে ফেটে পড়েছেন তাঁর ভক্তরা।

তামিল ছবির জগতে পরবর্তী রজনীকান্ত হিসেবেই বিজয় চিহ্নিত করেছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা। এখনও পর্যন্ত ৬৮টি ছবিতে অভিনয় করেছেন এই সুপারস্টার। বিজয় অবশ্য এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে পা দেওয়ার ভিত তৈরি করছিলেন। নিজেরই এই ইচ্ছের কথাও অতীতে গোপন করেননি তিনি। গত বেশ কয়েক বছর ধরে নিজের ফ্যান ক্লাবগুলির মাধ্যমে খাবার বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া, টিউশন পড়ানোর ব্যবস্থা করা, লাইব্রেরি তৈরি, এমন কি সাধারণ মানুষকে আইনি সহযোগিতার মতো উদ্যোগও নিয়েছেন বিজয়।

প্রধানমন্ত্রী ৩ ফেব্রুয়ারি সিএলইএ - কমনওয়েলথ অ্যাটর্নিজ অ্যান্ড সলিসিটর্স জেনারেল কনফারেন্স ২০২৪-এর উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা নাগাদ কমনওয়েলথ লিগ্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিএলইএ)-কমনওয়েলথ অ্যাটর্নিজ অ্যান্ড সলিসিটর্স জেনারেল কনফারেন্স (সিএএসজিসি) ২০২৪-এর উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্যও রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয় হল, "ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে সীমান্ত চ্যালেঞ্জ।" এই সম্মেলনে বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন, আইনি পেশায় নৈতিকতা, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা, আধুনিককালে আইন শিক্ষার মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর, আফ্রিকা, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কমনওয়েলথ দেশগুলির অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সলিসিটররা এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরাও।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় পরিবর্তনের হাল হকিকৎ

নতুন দিল্লি, ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় সরকার জেলা হাসপাতালগুলিকে আরও উন্নত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। জেলা হাসপাতালের কাজ ও পরিষেবার মানোন্নয়ন ঘটাতে সুসমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়াস নীচে বলা হল :

• জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ছাড়াও আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বর্তমানে এর নাম আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির), পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এমার্জেন্সি কোভিড রেসপন্স প্যাকেজ (ইসিআরপি) ১ ও ২, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন (পিএম-এবিএইচআইএম)-এর পরিকাঠামো আরও মজবুত করে তোলা হচ্ছে। ভ জেলা হাসপাতালগুলিতে নার্স, এএনএম, প্যারা মেডিকেল কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচেছ। মেডিকেল অফিসারদের জন্য চালু হচ্ছে ডিপ্লোমেট ন্যাশনাল বোর্ড (ডিএনবি)/সিপিএস পাঠক্রম।

• সরকার 'মেরা অসপাতাল' অ্যাপকে জেলা হাসপাতালগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই অ্যাপে রোগীদের প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিরাপদ, রোগীকেন্দ্রিক এবং উচ্চমানের করে তুলতে জাতীয় গুণগত নিশ্চয়তা মান সংক্রান্ত শংসাপত্র (National Quality Assurance Standards (NQAS) অর্জনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

• জেলা হাসপাতালগুলির মূল্যায়ন নির্ভর করে ডেটা রেকর্ডিং ও রিপোর্টিং সিস্টেমের উপর। এই প্রক্রিয়া যাতে পক্ষপাতহীন হয় সেজন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য পদ্ধতিকে (এইচএমআইএস) মজবুত করে তোলা হচ্ছে।ভ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীরা যাতে অত্যাবশ্যক ওষুধ সহজে পান এবং তাদের শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ যাতে কমে সেজন্য সরকার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় বিনামূল্যে ওষুধ পরিষেবা এবং বিনামূল্যে শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছে।

• বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ সহজে পেতে ই-সঞ্জিবনীর মতো টেলি-পরামর্শদান প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে।

জেলা হাসপাতালগুলির মূল্যায়নের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য পদ্ধতির (এইচএমআইএস) ডেটা ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক এবং নীতি আয়োগ যৌথভাবে এক্ষেত্রে ১৭টি মাপকাঠি স্থির করেছে। পরবর্তী ধাপে প্রায় ১০ শতাংশ জেলা হাসপাতালের ক্ষেত্রে এইচএমআইএস ডেটার সঙ্গে বাস্তব তথ্য মিলিয়ে দেখা হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডঃ ভারতী প্রবীণ পাওয়ার আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই খবর জানিয়েছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৩২ সংখ্যা ০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শনিবার ১৯ মাঘ, ১৪৩০

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে ।

সম্পাদকীয়

মোদীর ভবিষ্যত নিয়ে পূর্বাভাসের পর রাহুল প্রসঙ্গেও মতামত জানালেন পিকে

লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিপুল জয় পেতে চলেছে এনডিএ। কয়েক দিন আগেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 'জন সুরজ' মঞ্চের নেতা প্রশান্ত কিশোর (জাতীয় রাজনীতিতে যিনি 'পিকে' নামেই সমধিক পরিচিত)। এ বার রাহুল গান্ধীকে নিয়েও নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন ভোটকুশলী। লোকসভা নির্বাচনের দু'মাস আগে কংগ্রেস নেতার এ ভাবে যাত্রা করার যৌক্তিকতা নেই বলেই সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে মন্তব্য করলেন তিনি।পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরই পরামর্শদাতার ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন পিকে। এর পরেই শোনা গিয়েছিল, কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন ভোটকুশলী। সূত্রের দাবি ছিল, ততকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী তাঁকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। পরে পিকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন, তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর পরেই 'জন সুরজ' মঞ্চ গঠন করে বিহারে যাত্রা শুরু করেছেন প্রশান্ত। সেই যাত্রার মাঝেই বিহারে নীতীশ কুমারের জোট বদলের ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তিনি। দাবি করেছিলেন, বিহারে কংগ্রেস ও লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডির সঙ্গত্যাগ করে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ। প্রশান্তের সেই দাবি নিয়ে বিস্তর শোরগোল হয়েছে বিহার তো বটেই, জাতীয় রাজনীতিতেও। ঘটনাচক্রে তা মিলেও গিয়েছে। এর পরেই একটি সাক্ষাতকারে লোকসভা ভোটে মোদীর ভবিষ্যত নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছেন প্রশান্ত। এ বার মত দিলেন রাহুলকে নিয়েও।গত ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু করেছেন রাহুল। শুক্রবার সেই যাত্রা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করার কথা। রাহুলের এই কর্মসূচি নিয়ে পিকে বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে যাওয়া অবশ্যই ভাল। কিন্তু এই সময় দলের সদর দফতর খালি করে বাইরে বেরিয়ে পড়া একেবারেই উচিত নয়। আমি জানি না ওঁকে কে পরামর্শ দিচ্ছেন।" রাহুলকে পিকের পরামর্শ, "জাতীয় রাজনীতি যেখান থেকে পরিচালিত হয়, এই সময় সেই দিল্লিতে থাকা উচিত ছিল রাহুল গান্ধীর। কিন্তু উনি এখন উত্তর-পূর্বে যাত্রা করতে ব্যস্ত।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

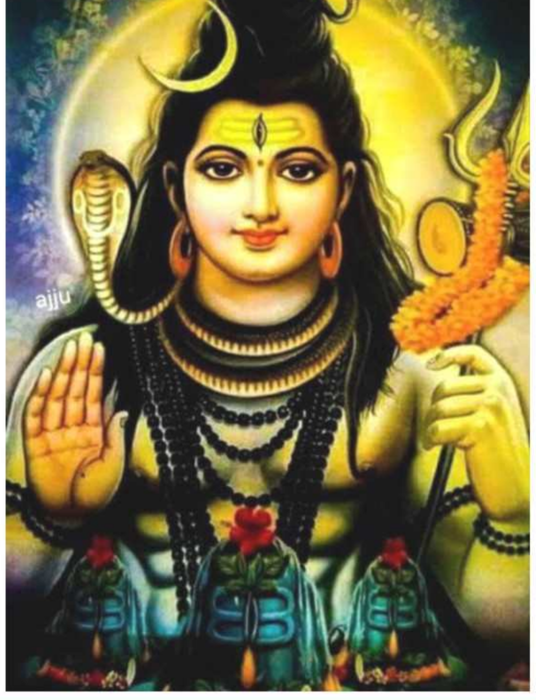

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজ। এই সম্মেলনে রুশ নেতারা স্বীকার করেন বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ পরমাণু যুদ্ধের পটভূমিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী বিশ্বকে শান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। তারা আবেদন জানান রাশিয়ায় হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী চাই।

মিশনের বহু সন্ন্যাসী রাশিয়া যাবার আগে রুশ ভাষা শিখে নিচ্ছেন। রুশ সরকার পাঁচ একর জমি দিয়েছেন। সেখানে বেদান্ত অডিটোরিয়াম খালো হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু মানুষ সব ধর্ম সমান বলে একধরণের গালেমাল পাকিয়ে তালেন। পৃথিবীর মানুষ বুজরুকি চায় না, ভেজাল চায় না-সত্য চায়। তাই ১৯৮৮ সালে রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী কলকাতা এসে সাজো চলে গেলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের কা▯্যালয়ে। দীর্ঘ আলাচেনা করে বহু গ্রন্থ নিয়ে গেলেন, সন্ন্যাসীর আবেদন জানিয়ে গেলেন। ১৯৮৯ সালে রাশিয়ায় গেলেন এক সন্ন্যাসী, নাম পরমানন্দ ভারতী।

তার একটি অনুষ্ঠান হলাে ক্রেমলিন প্রাসাদে। লেনিন মূর্তির নীচে। প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি সদস্য এবং আরও দুহাজার রুশ ডিগনিটারিজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী, ধর্মযাজক, গণিতজ্ঞ, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি, সমরবিশেষজ্ঞ। তাদের সকলকে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ এবং বৈদিক স্তোত্র পাঠ করিয়ে পরমানন্দ ভারতী অনুষ্ঠান শুরু করলেন। বাহুবলে, অর্থবলে প্রচারিত ধর্মের নামে অধর্মগুলি আজ ম্রিয়মান। দেশে দেশে জয়যাত্রা শধু হিন্দুধর্মের। এটা একটা আকস্মিক হুজুগ নয়, অনেকদিনের অনেক ত্যাগ ও সাধনার পরিণতি। হিন্দুধর্ম তার ত্যাগ তিতিক্ষা পবিত্রতা তপঃশক্তির জোরে একদিন সারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছিল।

এর প্রবক্তারা ভেবেছিলেন আমাদের বিচার অর্থাৎ দর্শন চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা আচারনিষ্ঠ।আমাদের দেখে বাকী মানুষ শিখে নেবে, তাই আমাদের ধর্মের প্রচার নিষ্প্রয়াজেন। এজন্যই প্রচারে হিন্দুধর্ম কোনদিন বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তখন পৃথিবীতে আক্রমণাত্মক প্রচারধর্মী কোন মতবাদও মাথাচাড়া দেয়নি, ফলে অসুবিধা ছিল না। পরবর্তীকালে যেগুলাে ধর্ম নিম্নমানের ব্যক্তিদের মাথা থেকে বের হওয়া মতবাদগুলো নিজেদের ধর্ম বলে জগৎজুড়ে দাপাদাপি শুরু করে দিল। কপটদের প্রচন্ড দাপটে সত্যধর্ম কোণঠাসা হয়ে গেল।

একালে প্রথম বিদেশে যিনি প্রচারের জানালা খুলে দিলেন, তিনি বিবেকানন্দ। মৃতপ্রায় হিন্দুধর্মে তিনি প্রাণসঞ্চার করলেন। বিদেশে পরবর্তীকালে অসংখ্য মানুষ হিন্দুধর্মের বৃক্ষে জলসিঞ্চন করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখ করার মত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহেশ যাগেী প্রভৃতি। আর এখন অপ্রকট হয়েও যিনি সর্বাধিক প্রকট সেই ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা এ. সি. ভক্তিবেদান্ততীর্থ মহারাজ। তারঃকথা কিছু জানার প্রয়াজেন আছে।কলকাতার এক ব্যবসায়ীর সন্তান অভয়চরণ দে। বাবা গৌরমাহেন দের ইচ্ছা ছিল অভয় বড় হয়ে একজন ভালাে কীর্তনীয়া হাকে।

তাই তিনি ছেলেকে নিষ্ঠা সহকারে মৃদঙ্গ বাজানাে শেখাতেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় অভয়ের সহপাঠী। ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে অভয়চরণ ভাগবত ও গীতার টাকা ভাষ্য রচনায় মনা

যাগে দিলেন। ধর্মে গভীরতা এবং জীবনীশক্তি থাকলে একটি মানুষ কি অবাক করা কর্মকান্ড ছড়িয়ে দিতে পারেন সারা বিশ্বে তার জ্বলন্ত উদাহরণ-অভয়চরণ। ১৯৪৪ সালে তিনি নিজের চেষ্টায় 'ব্যাক টু গড হেড়" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদে।

ওখানে তার একটি ওষুধের দোকান ছিল। দে এন্ড সন্স। ব্যাক টু গড হেড় পত্রিকার পান্ডুলিপি টাইপ রা, প্রুফ দেখা, সম্পাদনা এবং বিতরণ, সব তিনি একা করতেন। পত্রিকা পাঠাতেন ভারতের তাবৎ বিদ্বজ্জনের কাছে এবং বিদেশের পন্ডিতদের কাছেও। তার পান্ডিত্য বহু বিদ্বানকে মুগ্ধ করে।

১৯৪৭ সালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধি প্রদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি এলাহাবাদ থেকে ঝাসীতে বেদান্ত সংস্কৃত কলেজে বৈষ্ণব ধর্মের উপর বক্তৃতা করতে গেলেন। তার বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রভাকর মিশ্র তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ডঃ মিশ্রের আগ্রহে তিনি ঝাসীতে একটি ভক্ত সংঘ গড়ে তালেন। এই সংঘই পরিবর্তীকালে ইস্কন হয়। ১৯৫৪ সালে তিনি সংসার ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনে তার স্থিতি হয়। এই সময় তিনি গভীরভাবে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন।

১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন এবং বৃন্দাবনে "রাধা দামাদের" মন্দিরে বাস করতে থাকেন। তখন তার বয়স ৬৩ বছর। ১৯৬৫ সালে ৬৯ বছরের এই বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন আমেরিকা। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের সেক্রেটারী সুমতি মারোরজীর আনুকূল্যে জলদূত নামে মালবাহী জাহাজে পেলেন একটি বিনামূল্যের টিকিট। আর সঙ্গে ছিল মাত্র আট ডলার, যার তখন ভারতীয় মূল্য চল্লিশটা। মথুরার একব্যক্তির ছেলে থাকত নিউইয়র্কে। সে তার পিতার অনুরাধে একটি স্পনসর পাঠিয়েছিল। ফলে অভয়চরণ আমেরিকা পৌছে নিউইয়র্কে এই যুবকের বাড়ীতেই থাকতেন। অন্য দিকে হিজরেদের দেবী। ইনি নাকি মানুষ ছিলেন, মরে দেবী হয়েছেন।ভুত যে হন নি এই যথেষ্ট। এঁর পূজা না করলে নাকি ইনি হিজড়ে বানিয়ে দেন। সত্য মিথ্যা জানি না। বেদে এইরকম দেবীর উল্লেখ কোথাও পাই না।এঁর মন্দিরে অসংখ্য পশুবলি হয়।

শাকম্ভরী দেবীর পূজা পুন্দির রাজপুতেরা শুরু করেছিল। এঁর দুটি মন্দির আছে : উত্তর প্রদেশে একটি আর রাজস্থানের জয়পুরে একটি। বলা বাহুল্য ইনিও কাল্পনিক। এই হিন্দু পর্বেই ভারতের বহু কাল্পনিক দেবদেবীর জন্ম যারা আজও পূজা পেয়ে থাকেন।

এইসব কাল্পনিক দেবদেবীদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে হিন্দু ধর্মে কুসংস্কারের মূলটা কতটা গভীর।আর বৌদ্ধদের সময় হিন্দু ধর্ম সত্যি সত্যই শেষ হয়ে গেছিল।

এছাড়া ম্লেচ্ছ রাজারাও হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করেছিল। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে আমরা হর্ষরাজা বলে এক ম্লেচ্ছ রাজার নাম পাই যিনি কাশ্মীরের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলি লুটপাট ও ধ্বংস করেছিলেন।এনার মত ম্লেচ্ছ রাজারাও হিন্দু ধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেন। ইনি দেবতপাটন নায়ক নামের এক রাজকর্মচারীর সৃষ্টি করেছিলেন। নামেই বোঝা যায় তাঁদের কাজ কি ছিল।

বর্তমানে নেপালে এক প্রসিদ্ধ দেবী আছেন। নাম গাধিমাই। এনার কথা না বললে অন্যায় হয়। প্রতি ৫ বছর অন্তর এনার মন্দিরে অসংখ্য নিরীহ পশু বলি হয়। আজকের সুসভ্য দেশের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তাই এনার ইতিহাস একটু শোনা যাক। আজ থেকে ২৬০ বছর আগে ভগবান চৌধুরী নাম এক সামন্ত রাজা মাক্বানপুর জেলে বন্দী ছিল। সে একরাতে স্বপ্ন দেখল যে যদি সে গাধিমাই মন্দিরে বলি দেয় তাহলে তার সব সমস্যার সমাধান হবে। জেল থেকে বেরিয়ে সে এক গ্রামের ওঝার পরামর্শ নেয় আর পশুবলি চালু করে।এইসব কুসংস্কার বৈদিক ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বানিয়েছে।

আরেকজন দেবী হলো সন্তোষী মা। ৫০ এর দশকে এনার সিনেমা হয়। তারপরে এনার পুজো চালু হয়। আগে এনার পুজো ছিল না। ইনিই ছিলেন না।

আরেক নামজাদা দেবী হলেন বৈষ্ণ দেবী। ইনি আসলে মহালক্ষীর রূপ।এনার সাথে মন্দিরে ৩৩ কোটি দেবতা থাকেন।সত্য মিথ্যা জানি না। প্রতি বছর ১০ কোটিরও বেশি ভক্ত এনার দর্শনে যায়। অনেক মুখরোচক গপ্প জড়িয়ে আছে।এক গপ্প বলে রামচন্দ্র নাকি দেবী বৈষ্ণবিকে ত্রিকুট পর্বতে থাকতে বলেছিলেন। গোটা রামায়নে এরকম কোনো গপ্প নেই। আরেক গপ্পের মতে পান্ডবরা এই মন্দির তৈরী করেন। মহাভারতেও এমন কোনো গপ্প নেই। পপুলার গপ্পটা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ : বিজয়ী হলেন যারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের সিনেমা জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হিসেবে ধরা হয় ফিল্মফেয়ারকে। চলতি বছরে এটি পা রাখল ৬৯ বছরে। প্রতিবছর বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে সেরা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হয় ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। রবিবার গুজরাটের গান্ধীনগরের গিফট সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্রের অন্যতম বড় সম্মানের এই আসর।

এ বছর ফিল্মফেয়ারে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার ঘরে তুলেছে 'টুয়েলভথ ফেল'। সেরা অভিনেতা রণবীর কাপুর এবং সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন আলিয়া ভাট। সেরা পরিচালকের ফিল্মফেয়ার ওঠেছে বিধু বিনোদ চোপড়ার হাতে। আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে পরিচালক ও প্রযোজক ডেভিড ধাওয়ানকে। এবারের ফিল্মফেয়ারে একাধিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে টুয়েলভথ ফেল এবং রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কারা পেলেন এ বছরের মর্যাদাপূর্ণ ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড:

সেরা চলচ্চিত্র (জনপ্রিয়): টুয়েলভথ ফেল

সেরা চলচ্চিত্র (সমালোচক): জোরাম

সেরা পরিচালক: বিধু বিনোদ চোপড়া (টুয়েলভথ ফেল)

সেরা অভিনেতা: রণবীর কাপুর (অ্যানিমেল)

সেরা অভিনেতা (সমালোচক): বিক্রান্ত মাসে (টুয়েলভথ ফেল)

সেরা অভিনেত্রী: আলিয়া ভাট (রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি)

সেরা অভিনেত্রী (সমালোচক): রানি মুখার্জি (মিসেস চ্যাটার্জী ভার্সেস নরওয়ে) এবং শেফালি শাহ (থ্রি অফ আস)

সেরা সহ-অভিনেতা: ভিকি কৌশল (ডানকি)

সেরা সহ-অভিনেত্রী: শাবানা আজমি (রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি)

সেরা গীতিকার: অমিতাভ ভট্টাচার্য (তুম কেয়া মিলে- রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি)

সেরা মিউজিক অ্যালবাম: অ্যানিমেল (প্রীতম, বিশাল মিশ্র, মনন ভরদ্বাজ, শ্রেয়াস পুরানিক, জানি, ভূপিন্দর বাব্বল, অসীম কেমসন, হর্ষবর্ধন রামেশ্বর, গুরিন্দর সিগাল)

সেরা প্লেব্যাক গায়ক (পুরুষ): ভূপিন্দর বাব্বল (আরজন ভ্যালি- অ্যানিমেল)

সেরা প্লেব্যাক গায়িকা: শিল্পা রাও (বেশরম রং-পাঠান)

উদীয়মান সংগীত প্রতিভা (আরডি বর্মন অ্যাওয়ার্ড)- শ্রেয়াস পুরানিক (সাতরঙ্গা, অ্যানিমেল)

সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর- সঞ্চিত বালহারা এবং অঙ্কিত বালহারা (গাঙ্গুবাই কাঠিওয়াড়ি)

সেরা গল্প : অমিত রাই (ওএমজি ২)/ দেবাশীষ মাখিজা (জোরাম)

সেরা চিত্রনাট্য: বিধু বিনোদ চোপড়া (টুয়েলভথ ফেল)

সেরা সংলাপ: ঈশিতা মৈত্র (রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি)

সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর: হর্ষবর্ধন রামেশ্বর (অ্যানিমেল)

সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: অবিনাশ অরুণ ধাওয়ারে (থ্রি অফ আস)

সেরা কস্টিউম ডিজাইন: শচীন লাভলেকার, দিব্য গম্ভীর, নিধি গম্ভীর (শ্যাম বাহাদুর)

সেরা সম্পাদনা: জাসকুনওয়ার সিং কোহলি- বিধু বিনোদ চোপড়া (টুয়েলভথ ফেল)

সেরা ভিএফএক্স: রেড চিলিস ভিএফএক্স (জওয়ান)

সেরা কোরিওগ্রাফি: গণেশ আচার্য্য (ঝুমকা- রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি)

সেরা অভিষেক (পরিচালক): তরুন দুদেজা সেরা অভিষেক (পুরুষ): আদিত্য রাওয়াল (ফরজ)

সেরা অভিষেক (নারী): অলিজে অগ্নিহোত্রী (ফ্যারে)

আজীবন সম্মাননা: ডেভিড ধাওয়ান

শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে কবীর সুমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অসুস্থ প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কবীর সুমন। বুকে সংক্রমণ নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 'গানওলা'। অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা শিল্পীকে।

সূত্রের বরাতে আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, সোমবার দুপুরে সংগীতশিল্পীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশ্যালিটি ব্লকে ভর্তি করানো হয় তাকে।

হাসপাতালের একটি সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন সুমন। সোমবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। বুকে সংক্রমণের সঙ্গে হৃদযন্ত্রেরও সমস্যা রয়েছে শিল্পীর। তীব্র শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। মেডিসিন এবং হৃদ্‌রোগ (কার্ডিয়োলজি) বিভাগের চিকিৎসকেরা শিল্পীর চিকিৎসা করছেন।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবর, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন গায়ক, গীতিকার এবং সুরকার। যে শারীরিক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যের। ইতোমধ্যে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তারা শিল্পীর চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন। বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। সেগুলোর রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছেন চিকিৎসকেরা।

সুমনের শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে চিকিৎসকদের দলে আরও কোনও বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করা যায় কি না, সেটাও দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের একটি সূত্রে খবর, ভেন্টিলেশনে রাখার প্রয়োজন হতে পারে শিল্পীকে। তাই আগেভাগে সেই বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আপাতত সুমনকে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে।

এদিকে আজ সোমবার সন্ধ্যায় কবীর সুমন ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'শ্বাসকষ্ট নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি। শিগগিরই সেরে উঠব। চিন্তা করবেন না।'

জানা গেল 'পুষ্পা ২' মুক্তির তারিখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'পুষ্পা' সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটল। ছবির মুক্তির তারিখ জানার জন্য এতদিন ধরে অধীর আগ্রহে বসেছিলেন 'পুষ্পা' প্রেমীরা। অবশেষে সেই খবরই সামনে এলো।

'পুষ্পা ২'-এর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করল ছবির টিম। 'পুষ্পা' ছবির টিমের পক্ষ থেকে জানানো হল, চলতি বছরের ১৫ আগস্টে মুক্তি পাবে আল্লু অর্জুন অভিনীত 'পুষ্পা ২'।

'পুষ্পা! পুষ্পা রাজ ঝুঁকে গা নেহি!' কয়েক মাসে আগে 'পুষ্পা' ছবিতে বুঁদ ছিল গোটা দেশ। তার এক সংলাপ, 'পুষ্পা' স্টাইলের নাচে মত্ত হয়েছিল আট থেকে আশির বিশ্ব। 'পুষ্পা' দেখার পর থেকেই সিনেপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে বসে ছিল কবে আসবে এই ছবির দ্বিতীয়ভাগ।

ইন্ডাস্ট্রি সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, 'পুষ্পা' ছবির দ্বিতীয়ভাগে চিত্রনাট্যে আসবে বড়সড় বদল। এমন কী, ক্লাইম্যাক্স না কি একেবারে চমকে দেবে দর্শকদের। পরিচালক সুকুমার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'পুষ্পা' ছবিটি যেভাবে গোটা দেশে দারুণ সাফল্য পায়, সে কথা মাথায় রেখেই এই ছবির দ্বিতীয়ভাগ সাজানো হচ্ছে।

নতুন শুরু পরিণীতির

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গেল বছরের সেপ্টেম্বরে ভালোবেসে আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। বর্তমানে স্বামীকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন পার করছেন এই অভিনেত্রী। তবে হঠাৎ বিয়ের কয়েক মাসের মাথায় নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন পরিণীতি।

অভিনেত্রীর সিদ্ধান্তের কথা শুনে অনেকেই হয়তো ভাবছেন সন্তান নেবেন তিনি। কিন্তু বিষয়টা মোটেও এমনটা নয়। সন্তান নয়, ক্যারিয়ারের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিণীতি। অভিনয়ে খুব অল্প সময়েই দর্শকদের নজর কেড়েছেন তিনি। তবে শুধু অভিনয় নয়, গানেও বেশ পারদর্শী এই অভিনেত্রী। ইতোমধ্যে পরিণীতির গানে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই।

এবার পাকাপাকিভাবে গানের জগতে পা রাখছেন পরিণীতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমনটাই জানালেন তিনি। জানা গেছে, কনসার্টের মাধ্যমেই গানের জগতে প্রবেশ করবেন। অভিনেত্রীর স্টুডিও তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। খবরটি শোনা মাত্রই পরিণীতিকে প্রশংসা ও শুভেচ্ছায় ভাসাচেছন নেটিজেনরা।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের উদয়পুরে তাজ লীলা প্যালেসে সাত পাকে বাঁধা পড়েন পরিণীতি-রাঘব। রাজস্থানের এক সাতমহলা প্রাসাদে বসেছিল তাদের বিয়ের আসর।

মানুষ এমনভাবে রটায়, যেন ৪০ টার মতো প্রেম করেছি : স্বস্তিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'বিজয়ার পরে'। যে সিনেমার প্রচারে বাংলাদেশে এসেছিলেন নায়িকা। সেখানে ভক্তদের ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছেন তিনি। বলা হয়, স্বস্তিকা যাই করেন, সেটাই সংবাদের শিরোনাম হয়ে যায়। বিষয়টি বিশ্বাস করেন অভিনেত্রী নিজেও। ব্যক্তিজীবনকে ঘিরে তো আর কম গুঞ্জন, আলোচনা শুনতে হয়নি এই তারকাকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্বস্তিকা বলেন, 'আমার জীবনে প্রেম খুব কম এসেছে। কিন্তু মানুষ এমনভাবে রটায় যেন ৪০ টার মতো প্রেম করে ফেলেছি। নিজের মুখেই সবসময় প্রেমের কথা স্বীকার করেছি। তবে আমার সম্পর্কে রটে যায় বেশি। কারও সঙ্গে কফি খেতে দেখলেও লোকে ভাবে প্রেম করছি।'

নাম থাকলে, বদনামও থাকে। এটা যে কতটা সত্য তা অভিনেত্রীকে দেখলে বোঝা যায়। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তাকে নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা সকলেরই নজর কাড়ে সবসময়। এর আগেও অভিনেত্রী একাধিকবার বলেছেন- তার সম্পর্কে এমনভাবেই বিভিন্ন গুঞ্জন রটে, যা শুনে অবাক হন নিজেও। তবুও স্বস্তিকা লুকোচুরি করেন না। সবসময়ই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন সত্যটা। ব্যক্তিজীবনে সৃজিত, পরমব্রত, প্রসেনজিৎ-এর মতো তারকাদের সঙ্গে সম্পর্ক জড়ালেও কারো সঙ্গেই স্থায়ী হননি। বর্তমানে নিজের মেয়েকে নিয়েই সিঙ্গেল মাদার হিসেবে জীবনযাপন করছেন নায়িকা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনেত্রীর 'বিজয়ার পরে' দেখানো হয়েছে। যেখানে হাজির ছিলেন স্বস্তিকা নিজেও। ঢাকার ভক্তদের আতিথিয়েতা মুগ্ধ করেছে এই তারকাকে। তাদের ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুল করেননি তিনি।

উড়তে থাকা জাদেজাকে নিয়ে ভারতের শঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হায়দরাবাদ টেস্টে দল না জিতলেও ব্যাটে-বলে উজ্জ্বল ছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার রবিন্দ্র জাদেজা। প্রথম ম্যাচে হারের হতাশার মধ্যেই এবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য সেই জাদেজাকে নিয়ে শঙ্কায় পড়েছে ভারত।

পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের চতুর্থ দিনে হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়েছেন জাদেজা। যে কারণে ভিশাখাপত্তমে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন ৩৫ বছর বয়সী ভারতীয় অলরাউন্ডার।

ইনজুরিতে পড়ার পর জাদেজার শরীরে স্ক্যান করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন এখনো না আসলেও প্রাথমিক প্রতিবেদনে তার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে তৃতীয় ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেন, 'আমি সত্যিই এখনো এ বিষয়ে ফিজিওর সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি। আমি তার সঙ্গে কথা বলবো এবং বিষয়টা দেখবো।'

যদি জাদেজা আগামী ম্যাচে খেলতে না পারেন তাহলে তার পরিবর্তে মাঠে দেখা যেতে পারে কুলদীপ যাদবকে। এক্ষেত্রে ভারতকে একজন কম ব্যাটার নিয়ে খেলতে হবে। মানে, কুলদীপ যেহেতু বোলার, তাই তার কাছ থেকে অলরাউন্ডিং পারফর্ম আসা করতে পারবে না স্বাগতিকরা।

বিশ্বকে জানাতে চেয়েছি আমরা অচল নই : ব্রেথওয়েট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রিসবেনে দুর্দান্ত এক টেস্ট ম্যাচ দেখেছে ক্রিকেট দুনিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারিয়েছে অসিদের! একটা সময় এটি খুব স্বাভাবিক থাকলেও গত ২১ বছরে এমন দৃশ্য দেখেনি কেউ। সাদা পোশাকে অসিদের সর্বশেষ ২০০৩ সালে হারিয়েছিল ক্যারিবিয়ানরা। ব্রিসবেনে অসিদের ঘরের মাঠে রবিবার (২৮ জানুয়ারি) তাদের আট রানে হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এমন জয়ের পর স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত ক্যারিবিয়ানরা। দলটি রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল। হারিয়েই যাচ্ছিল ক্রিকেট মানচিত্র থেকে। যে দল থেকে উঠে এসে বিশ্ব শাসিয়েছিলেন স্যার ক্লাইভ লয়েড, কোর্টনি ওয়ালশ, ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারা, শিবনারায়ণ চন্দরপলের মতো কিংবদন্তিরা-সেখানে এখন তারকা খুঁজে পাওয়া ভার।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার প্রদান মঞ্চে ব্রেথওয়েথ বলেন, 'দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় অবশেষে একটি ম্যাচ জিতেছি আমরা। এটি আমাদের কাছে বিশেষ কিছু। তাদের বিপক্ষে আমরা অনেকদিন টেস্ট জিতিনি। এই জয়ের অনুভূতি তাই অসাধারণ। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, আমাদের এই দলটা বিশ্বকে জানান দিতে চেয়েছে আমরা হারাইনি, এখনও অচল হয়ে যাইনি।'

রোমাঞ্চকর ম্যাচে মেসিদের হারাল আল হিলাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে আজকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরু থেকে আধিপত্য বজায় রাখে আল হিলাল। দুই গোলে এগিয়ে থাকার পর ইন্টার মায়ামির হয়ে সূচনা করেন লুইস সুয়ারেজ। মেজর সকার লিগের ক্লাবটি বিরতির পর চমক দেখায়। লিওনেল মেসি নৈপুণ্যে প্রত্যাবর্তন করে সমতায় ফেরে মায়ামি। তবে শেষদিকে ম্যালকমের গোলে জয় নিশ্চিত হয় হিলালের।

সৌদি আরবের কিংডম অ্যারেনাতে রোমাঞ্চকর প্রীতি ম্যাচে ইন্টার মায়ামিকে ৪-৩ ব্যবধানে হারায় আল হিলাল। ক্লাবটির হয়ে একটি করে গোল করেন আলেকসন্দর মিত্রোভিচ, আবদুল্লাহ আল হামদান, মাইকেল ও ম্যালকম। মায়ামির হয়ে গোল করেন লুইস সুয়ারেজ, লিওনেল মেসি ও ডেভিড রুইজ।

এদিন দশম মিনিটে দলটিকে এগিয়ে নেন মিত্রোভিচ। দুই মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আল হামদান। ৩৪তম মিনিটে মেসি থেকে আসা বল জালে পাঠান সুয়ারেজ। রেফারি শুরুতে অফসাইডের বাঁশি বাজালেও ভিএআর দেখে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এছাড়া ৩৯তম মিনিটে অফসাইডের কারণে মেসির অন্য গোলটি বাতিল হয়। ৪৪তম মিনিটে মায়ামির জালে বল পাঠান মাইকেল।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩তম মিনিটে বক্সে ফাউলের শিকার হন ক্লাবটির ফুটবলার রুইজ। ভিএআর দেখে রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। সুযোগ পেয়ে সফল স্পট কিকে গোল করতে ভুল করেননি মেসি। দুই মিনিট পর আর্জেন্টাইন এই তারকার দেওয়া পাস টেনে নিয়ে লক্ষ্যভেদ করে মায়ামিকে সমতায় ফেরান রুইজ। দারুণ প্রত্যাবর্তনে মায়ামি ঘুরে দাঁড়ালেও শেষপর্যন্ত আর পেরে ওঠেনি তারা। ৮৮তম মিনিটে আল হিলালকে এগিয়ে নেন ম্যালকম।

উল্লেখ্য, খরচের হিসাবে বিশ্বের কোনো ফুটবল ক্লাবই আল হিলালের ধারেকাছে আসতে পারবে না। গত গ্রীষ্মে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি খরচ করে নেইমার, রুবেন নেভেস, আলেকজান্ডার মিতরোভিচদের শিবিরে ভেড়ায় সৌদি প্রো লিগে শীর্ষে থাকা ক্লাবটি। পয়সা ঠিকমতোই খরচ করেছে আল হিলাল। লিগের অর্ধেক শেষ হয়ে গেলেও এখনো কোনো ম্যাচ হারেনি আল হিলাল। আজও তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখলো দলটি।

কাতারের কাছে ফিলিস্তিনের হার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইতিহাস রচনা করে এএফসি এশিয়ান কাপের নকআউট পর্বে কোয়ালিফাই করে ফিলিস্তিন। তবে শেষ ষোলোতে কাতারের মতো শক্তিশালী দলের সাথে পেরে ওঠেনি তারা। আল বাইত স্টেডিয়ামে ফিলিস্তিনকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে কাতার। শুরুতেই ফিলিস্তিনকে ওদেই দাববাঘ এগিয়ে নেওয়ার পর কাতারকে সমতায় ফেরান হাসসান আল হায়দোস। বিরতির পর আকরাম আফিফ জয়সূচক গোলটি করেন। ফিলিস্তিতে ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞের কারণে শুরুতেই এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ম্যাচ। স্টেডিয়ামজুড়ে মানুষের সমর্থন পেয়ে ফিলিস্তিন নিজেদের সেরাটা দিয়েই খেলতে থাকে। বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করার পর দলটি সাফল্য পায় ৩৭তম মিনিটে। কাতারের ডিফেন্ডারের ভুলে বক্সের কাছে বল পেয়ে বসেন দাববাঘ। বাঁ পায়ের দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করতে ভুলেননি ফিলিস্তিনি এই ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কাতারকে সমতায় ফেরান হায়দোস। আফিফের নেওয়া কর্নার থেকে গোলটি করেন তিনি। বিরতির পর এগিয়ে যেতে খুব বেশি সময় নেয়নি স্বাগতিকরা। ফিলিস্তিনের বক্সে কাতারের ফুটবলার ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা। সফল স্পট কিকে কাতারকে এগিয়ে নেন আফিফ। বাকি সময় দুই দলই সমানতালে লড়াই চালায়। যদিও আর কোনো গোল হয়নি।

জাভির বার্সা ছাড়ার ঘোষণা, খুশিতে লেওয়ানডস্কির লাঞ্চ পার্টি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগার খেলায় ভিয়ারিয়ালের কাছে ৫-৩ গোলে হারের পর দলের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্দেজ। চলতি মৌসুমের শেষে তার দল ছাড়ার ঘোষণা পর রবার্ট লেওয়ানডস্কির বাসায় লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করেছে বার্সার খেলোয়াড়রা।

সোমবার প্রায় ২ ঘণ্টা সময় ধরে চলে বার্সার খেলোয়াদের লাঞ্চ পার্টি। সেখানে শুধু খেলোয়াড়রাই ছিলেন। জাভি কিংবা কোচিং স্টাফদের কাউকেই রাখা হয়নি ওই পার্টিতে।

তবে বার্সার খেলোয়াড়রা দাবি করছেন, দলের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যই তারা পার্টির আয়োজন করেছেন। অন্য কোনো কারণে নয়। সামনের খেলাগুলোতে যেন ভালো করতে পারে, সেজন্য তাদের দলের মধ্যে একটি সমঝোতা-সম্পর্ক তৈরির উদ্দেশেই এই পার্টি।

লা লিগার খেলায় ওসাসুনার বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সা। আপাতত এই ম্যাচকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন খেলোয়াড়রা। এছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর খেলায় ন্যাপোলির বিপক্ষে দুই লেগের দুটি ম্যাচ রয়েছে বার্সার।

দলের অবস্থা ভালো না হলেও এখনও লড়াই করার সময় আছে বার্সার। লা লিগার শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে এখনও কাগজে-কলমে টিকে আছে জাভির শিষ্যরা। লিগ খেলায় বার্সার এখনও ১৭ ম্যাচ বাকি রয়েছে। এসব ম্যাচে ভালো করলে তাদের এখনও শিরোপা জয়ের সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থস্থানে আছে বার্সা। আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে হলে অন্তত চতুর্থস্থান ধরে রাখতে হবে লা লিগার জায়ান্ট ক্লাবটিকে। আর স্প্যানিশ সুপার কোপায় খেলতে হলে থাকতে হবে শীর্ষ দুই দলের মধ্যে।

ভিয়ারিয়ালের কাছে হারের ফলে একটি লজ্জার রেকর্ড করেছে বার্সা। ১৯৬৩ সালের পর থেকে ঘরের মাঠে কখনো পাঁচ গোল হজম করেনি তারা। সে সময় লা লিগার আরেক জায়ান্ট ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৫-১ গোলে হেরেছিল বার্সা।

তবে জাভির বার্সা ছাড়ার পেছনে শুধু ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচই দায়ী নয়। এর আগে ১৫ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কোপার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ৪-১ গোলে হেরেছে বার্সা। তার ১০ দিন পরই কোপা ডেল রে-তে কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিপক্ষে ৪-২ গোলে হেরে আসর থেকেই ছিটকে গিয়েছিল জাভির দল। মূলত, রিয়ালের বিপক্ষে হারের পর থেকেই প্রচন্ড চাপে পড়েছিলেন জাভি।

আচরণবিধি ভঙ্গে শাস্তি পেলেন বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে শাস্তির মুখে পড়েছেন ভারতের পেসার জসপ্রিত বুমরাহ। শাস্তি হিসেবে তিরস্কার করার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে বুমরাহকে। সোমবার এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেটের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

হায়দরাবাদ টেস্টের চতুর্থ দিন দ্বিতীয় ইনিংসের ৮১তম ওভারে ইংল্যান্ডের অলি পোপের রান নেওয়ার সময় সামনে দাঁড়িয়ে যান বুমরাহ। এতে পোপের সাথে ধাক্কা লাগে বুমরাহর। যা আইসিসির নিয়ম ভঙের মধ্যে পড়ে।

আইসিসির নিয়মের ২.১২ ধারায় ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি, দর্শকসহ অন্য কোনো লোকের সঙ্গে বিধিবহির্ভূত শারীরিক সংঘর্ষ এক ধরনের অপরাধ। এই ঘটনায় বুমরাহর বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ আনেন দুই অনফিল্ড আম্পায়ার পল রাইফেল ও ক্রিস গ্যাফানি, তৃতীয় আম্পায়ার মারাইস এরাসমাস এবং চতুর্থ আম্পায়ার রোহান পন্ডিত।

ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে শাস্তি মেনে নেন বুমরাহ। এজন্য আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশাখাপত্তমে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। হায়দারাবাদে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ২৮ রানে হেরে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে ভারত।

আফ্রিকান নেশনস কাপ

চ্যাম্পিয়ন সেনেগালকে বিদায় করে কোয়ার্টার ফাইনালে আইভরি কোস্ট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :

আফ্রিকান নেশনস কাপে একের পর এক চমক। গতকাল ৫০ বছরের রেকর্ড ভেঙে মিশরকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল কঙ্গো ডেমোক্রটির রিপাবলিক। দুর্দান্ত লড়াইয়ে ম্যাচ ছিল ১-১ গোলে ড্র, এরপর পেনাল্টিতে নির্ধারিত হয়েছে ম্যাচের ফলাফল। সেখানে ৭-৮ গোলে জয় পেয়েছে কঙ্গো।

আজও যেন সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। এবার আইভরি কোস্টের তাণ্ডবের শিকার হলো আফ্রিকান নেশনস কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর পেনাল্টিতে ৫-৪ হেরে আসর থেকে ছিটকে গেছে সেনেগাল, কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে আইভরি কোস্ট।

ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হওয়ার পর খেলার ফলাফল নির্ধারণে অতিরিক্ত আরও ৩০ মিনিট খেলা হয়। এরপরও জয়ী দল নির্বাচিত করতে না পারায় খেলা গড়ায় পেনাল্টিতে।

৫ পেনাল্টি শটআউটে প্রথম দুটি শটে সফল হয় সেনেগাল। তৃতীয় শটটি মিস করেন মুসা নিয়াখাতে। পরের দুটিতে মানের সেনেগাল সফল। অপরদিকে ৫ শটের ৫টিতেই সফলতা দেখান আইভরি কোস্টের খেলোয়াড়রা। এতে ৫-৪ গোলে জয় পায় তারা।

সোমবার চার্লস কোনান বেনি স্টেডিয়ামে রাতে খেলতে নেমে ম্যাচের শুরুতেই গোল করে এগিয়ে ছিল সেনেগাল। ৪তম মিনিটে আইভরি কোস্টের জালে জমা করেন সেনেগালের ফরোয়ার্ড হাবিব দিয়ালো। গোলে সহায়তা করেন সাদিও মানে।

সেনেগালের শুরুর গোল শোধ করতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল আইভরি কোস্ট। অপরদিকে কোস্টের দুর্দান্ত রক্ষণভাগের কারণে ব্যবধান বাড়াত পারছিলো না সেনেগালও। তবে জয়ের দিকেই হাঁটছিল সাদিও মানের সেনেগাল।

ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে যেন হঠাতই সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেলো। বক্সের ভেতরে ফাউল করে লালকার্ড দেখলেন সেনেগালের খেলোয়াড় এডওয়ার্ড মেন্দি। ফলে পেনাল্টি পেয়ে গেলো আইভরি কোস্ট। সেই পেনাল্টিকে গোলে পরিণত করলেন ফ্রাঙ্ক কেসি। ফলে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR